ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৮ ● কলকাতা ● ২২ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৮ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শাহরুখের অজানা কাহিনি ফাঁস করলেন কাজল — পৃঃ ৫

রোনালদোকে টপকে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে শীর্ষে মেসি — পৃঃ ৬

রাজ্যসভায় দিল্লি 'দখলে'র লড়াই, বিতর্কিত বিলেই শক্তিপরীক্ষা 'ইন্ডিয়া' জোটের

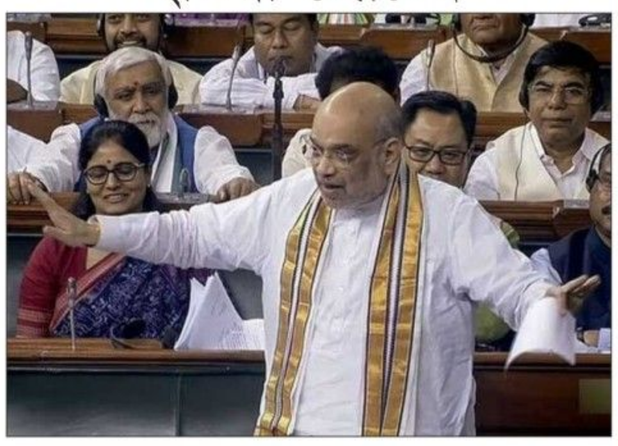

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিতর্কিত বিলকে কেন্দ্র করেই সংসদে কার্যত শক্তিপরীক্ষা হবে 'ইন্ডিয়া' জোটের।গত বৃহস্পতিবারই লোকসভায় এই বিল পাশ হয়। তারপরেই সভাকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধীরা। উল্লেখ্য, সেই ২০১৮ সাল থেকে উপরাজ্যপালের ক্ষমতা এবং দিল্লি সরকারের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করছিল অরবিনদ কেজরিওয়ালের সরকার। সেই মামলায় ৫ সদস্যের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন হয়। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, উপরাজ্যপাল নয়, আসল প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকা উচিত নির্বাচিত সরকার এবং মন্ত্রিসভার হাতেই। তারপরই শীর্ষক একটি অধ্যাদেশ আনে কেন্দ্র। গঠন করা হয় 'ন্যাশনাল ক্যাপিটাল সিভিল সার্ভিসেস অথরিটি'। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি অ্যাক্ট, ১৯৯১-কে সংশোধন করে এই অধ্যাদেশ আনে মোদি সরকার।দেশের শাসকদলকে ঘিরে ফেলতে আসরে নেমেছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। রাজ্যসভায় মোদি সরকারের

এরপর ৩ পাতায়

ফের ভাগ হচ্ছে একাধিক জেলা!

দ্রুত কার্যকর হবে সিদ্ধান্ত: সূত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছর খানেক আগেই একাধিক নতুন জেলা তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নানা কারণে, সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। এবার নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে ভেঙে দেওয়া হবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও নদিয়া জেলাকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভাঙা হয়েছে একাধিক জেলা। বর্ধমান ভেঙে হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, জলপাইগুড়ি জেলা ভেঙে হয়েছে আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম মেদিনীপুরকে ভেঙে হয়েছে ঝাড়গ্রাম, দার্জিলিং ভেঙে কালিম্পং তৈরি করা হয়েছে।প্রশাসনিক কাজকর্মে মানুষের যাতে সুবিধা হয়, সে কারণেই জেলা ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ফের এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

গত বছরের ১ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, নতুন সাত জেলা তৈরি হবে। নতুন জেলাগুলির নামও ঘোষণা করেছিলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভেঙে তৈরি হবে সুন্দরবন। নদিয়া ভেঙে তৈরি হবে রাণাঘাট, বাঁকুড়া ভেঙে বিষ্ণুপুর জেলা তৈরি হবে এছাড়া, মুর্শিদাবাদ ভেঙে হবে আরও দুটি জেলা হবে- কান্দি ও বহরমপুর। উত্তর ২৪ পরগনা ভাঙবে তিনটি জেলায়। জানানো হয়েছিল বনগাঁ ও বাগদা মিলিয়ে নতুন একটি জেলা হবে, যার নাম হবে ইছামতী, আর বসিরহাটও হবে আলাদা জেলা, তবে তার নামকরণ করা হয়নি।নবান্ন সূত্রে খবর, অফিসার না থাকায় এই জেলা ভাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। এবার সেই সমস্যা মিটে যাওয়া ফের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই জেলাগুলিকে ভাগ করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখে কমিটিকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিয়োগের রিপোর্ট যেত, আমার ভূমিকা ছিল না: আদালতে পার্থ

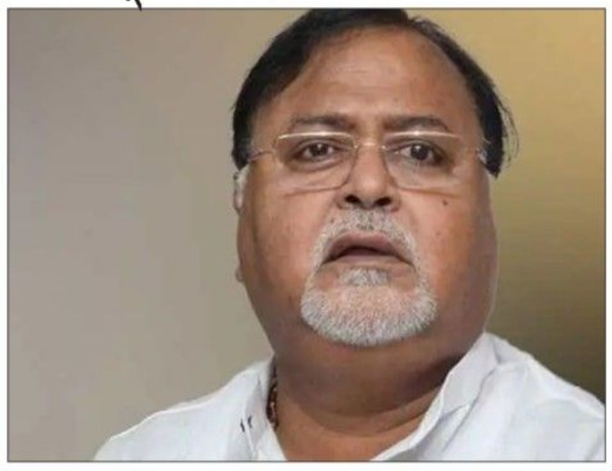

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নিজের জামিনের সপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকেই নিশানা করলেন জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে দলের যা অবস্থান, সেটা অনেক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে বলার কিছু নেই। উনি জামিনের আবেদন করার মাঝে আদালতে বা অন্য কোথায় কী বললেন তা নিয়েও দলের কোনও বক্তব্য নেই।' এদিন আলিপুর আদালত থেকে বেরোনোর সময় পার্থর দাবি , 'নিয়োগ সংক্রান্ত রিপোর্ট যেত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।একই সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে 'আমার বস' বলেও এদিন উল্লেখ করেছেন পার্থ। তিনি বলেন, 'আমার বস বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উডল্যান্ডসে ভর্তি। উনিও অসুস্থ। আমিও অসুস্থ।'

নিজের জামিনের সপক্ষে আগেও আদালতে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল পার্থকে। অভিযোগ করেছিলেন, তিনি 'ষড়যন্ত্রের' শিকার। এদিন আরও একধাপ এগিয়ে পার্থর দাবি, 'এসএসসি বোর্ড চালায়। এখানে মিনিস্টারের কোনও রোল ছিল না। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আমি

এরপর ৩ পাতায়

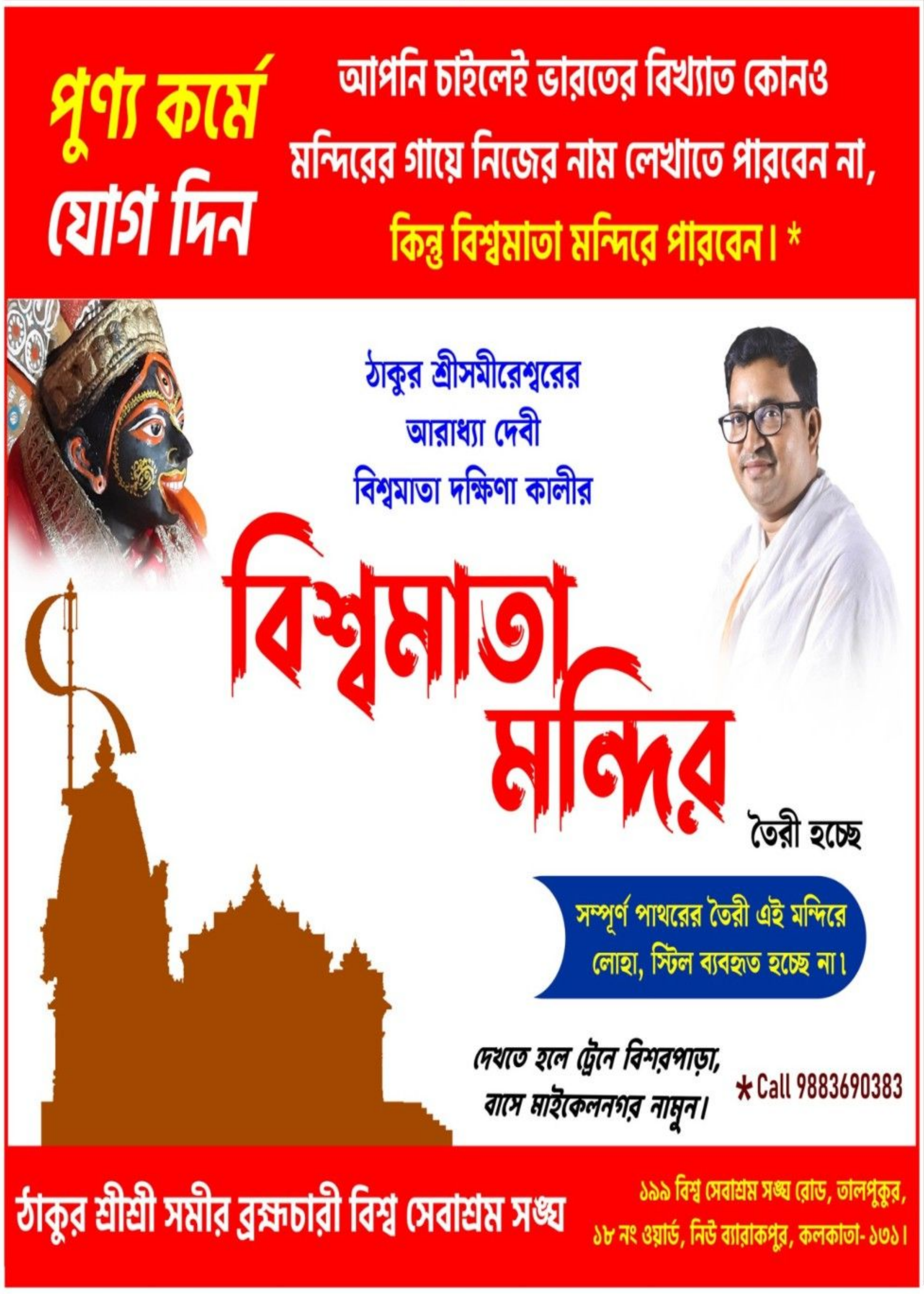

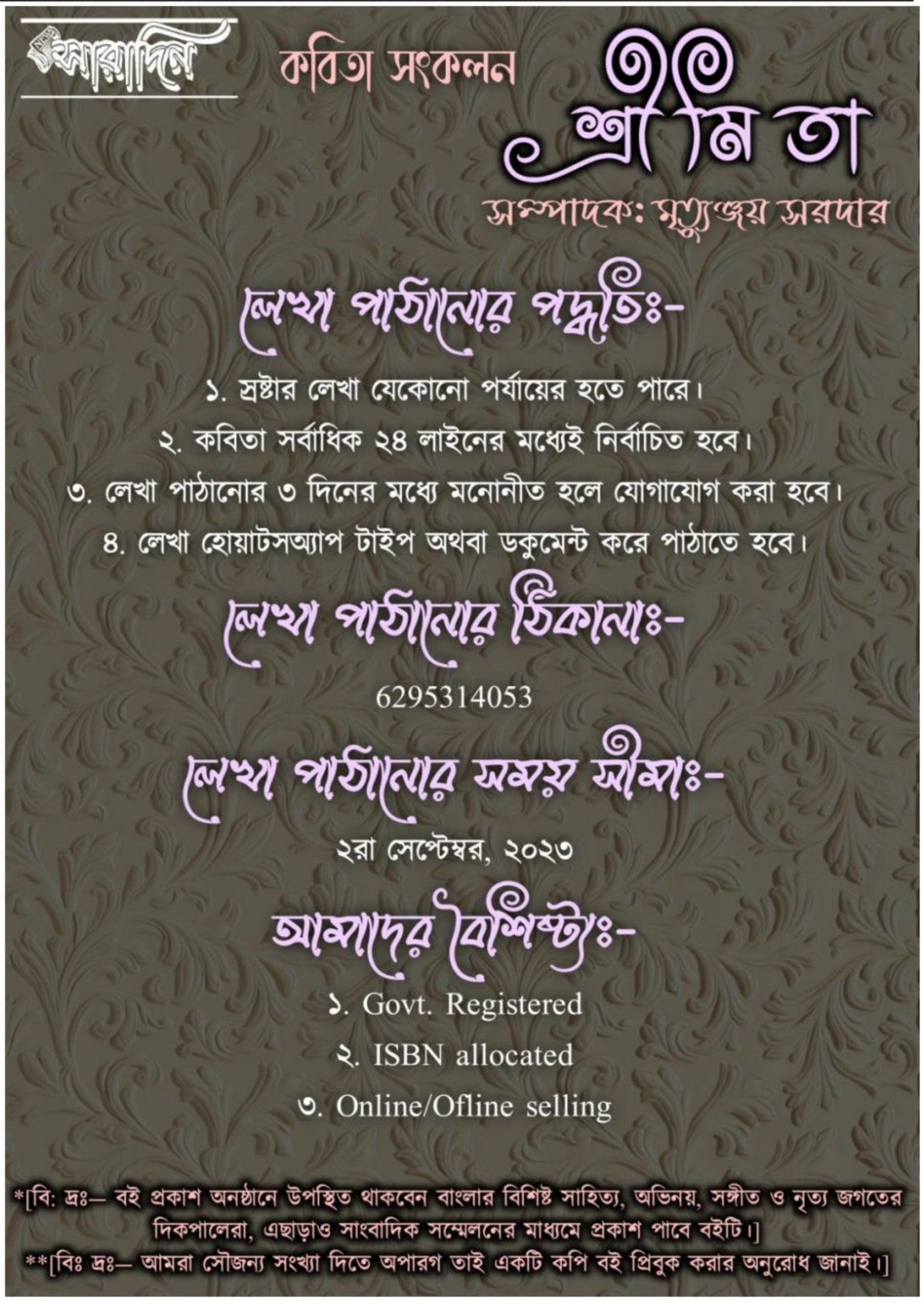

বুধবার বড় চমক দেবেন মমতা,
গন্তব্য ঝাড়গ্রাম!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নজরে লোকসভা ভোট। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে এবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসে কার্যত চমক দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৯ অগাস্ট, বুধবার বিশ্ব আদিবাসী দিবস। লোকসভা ভোটের মুখে ১৪টি জেলার আদিবাসী এলাকার ভোট ব্যাঙ্ককে লক্ষ্য করে এই দিবসকে উতসবে আয়োজন করছে বলেই মনে করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, এর আগেও বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড় গ্রামে গিয়ে। তবে এবারের আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে তাতপর্য অনেকটাই বলেই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ফের রাজ্যে দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠিত হবে। মনে করা হচ্ছে এই বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে পারেন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে আদিবাসী ভোট ব্যাঙ্ক বজায় রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুদিনের ঝাড়গ্রাম সফর নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহল। এই জেলাগুলি হল, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া, হুগলি, মালদহ, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি। ইতিমধ্যে জেলাগুলিতে এই বিশ্ব আদিবাসী দিবস কীভাবে পালন হবে তা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাঠিয়েছে রাজ্যের আদিবাসী দফতর। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রতিটি জেলায় ও ব্লক স্তরে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন। বুধবার ঝাড়গ্রাম স্টেডিমায়েই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ১৪ জেলার সঙ্গে সরাসরি ভারচুয়াল যোগাযোগ করা হবে। বিভিন্ন জেলার আদিবাসী কেন্দ্রিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হবে। জেলা প্রশাসনকে এব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আদিবাসী সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আদিবাসী মানুষের মধ্যে ফলের গাছের চারা, হাঁস-মুরগী বিলি করা হবে।

এছাড়াও আদিবাসী স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দিতে সরকার থেকে আনন্দধারা প্রকল্পে রিভলভিং ফান্ড মঞ্জুর করা হবে। প্রতি জেলার জন্য অন্তত দু-হাজার ফলের চারা বিলি করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই এই বিশ্ব আদিবাসী দিবস কীভাবে পালন হবে তার জন্য এক দফা এডভাইজারিও দিয়েছে রাজ্যের আদিবাসী দফতর।

জাতীয় সড়কে যত্রতত্র কাট-আউট নয়,
সাফ জানাল হাই কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ সংক্রান্ত মামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। জাতীয় সড়কের যত্রতত্র কাট-আউট নিয়ে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। গত শুক্রবার সকালে বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডে মর্মান্তির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সাত বছরের খুদে পড়ুয়া সৌরনীল সরকারের।এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আরও জানায়, রাস্তার দু'ধারে ছড়িয়ে থাকে অপরিকল্পিত-বেআইনি কাট-আউটের জন্যেও পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। এই ধরনের সমস্ত কাট-আউট অবিলম্বে বন্ধ করার পাশাপাশি নতুন করে যাতে বেআইনি কাট-আউট তৈরি না হয় সেদিকেও স্থানীয় প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে সাধারণ মানুষও যাতে আরও বেশি করে আন্ডারপাস ব্যবহার করে তার জন্য তাদের উতসাহিত করতে হবে।তাকে পিষে দিয়ে যায় মাটি বোঝাই গাড়ি। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি পর্বে ওই ঘটনার উল্লেখ করে প্রধান

এরপর ৩ পাতায়

জাতীয় ভাস্কুলার দিবসে ভারত জুড়ে ২৬টি শহরকে একত্রিত করা

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমওএস অধ্যাপক এসপি সিং বাঘেল দিল্লি থেকে পতাকা উড়িয়ে জাতীয় ওয়াকাথন ক্যাম্পেইন অঙ্গীকার সহ - অঙ্গচ্ছেদ মুক্ত ভারত শুরু করেন

ডাঃ শুভ্রত ব্যানার্জি, সিনিয়র ভাস্কুলার সার্জন এএমআরআই হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া থেকে কলকাতা ওয়াকাথন কে পতাকা তুলে রওনা করেন

Kolkata, 6th August 2023 : নিউজ সারাদিন : ভাস্কুলার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ৬ই আগস্ট ১৯৯৪ সালে চেন্নাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ সারা দেশে জাতীয় ভাস্কুলার দিবস উদযাপন করেছে। এই উপলক্ষ্যে, 'অ্যাম্পুটেশন ফ্রি ইন্ডিয়া' থিমের সাথে 'ওয়াক এ মাইল টু লিভ উইথ এ স্মাইল' বার্তার মাধ্যমে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা সহ ভারতের ২৬টি শহরে একটি ওয়াকথনের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতাতে এএমআরআই হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া থেকে গোলপার্ক পার্ক পর্যন্ত ২ কিমি ওয়াকথন শুরু হয়ে ডাঃ শুভ্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনিয়র ভাস্কুলার সার্জন এবং প্রধান সংগঠক, কলকাতা - ভাস্কুলার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া বলেছেন, "আমরা কলকাতায় আমাদের প্রচারাভিযানের আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া দেখে খুবই উৎসাহিত হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য হল ব্যাপক ভাস্কুলার হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায়ের প্রচার করা যার ফলে অঙ্গচ্ছেদ মুক্ত ভারত। আজ জাতীয় ভাস্কুলার দিবসে, ওয়াকাথন সারা দেশের ২৬টি শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৮,০০০-এরও বেশি উৎসাহী অংশগ্রহণকারীরা দারুণ উতসাহের সাথে যোগ দিয়েছেন।"

চাপ দিয়ে মিথ্যে বলাচ্ছে ইডি,
প্রমাণ খামবন্দি করে আদালতে হাজির কুন্তল ঘোষ!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের ইডির বিরুদ্ধে সরব নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ । এদিন আদালতে প্রবেশের সময় দাবি করলেন ইডি চাপ দিয়ে মিথ্যে কথা বলাচ্ছে। সমস্ত প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে বলেও দাবি ধৃতের।প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়। গ্রেপ্তারির পর আগেও একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন কুন্তল। অভিযোগ রয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। এমনকী আদালতকে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি।দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় গোটা বাংলা। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে একাধিক উচচপদস্থ আধিকারিক, তৃণমূল নেতা। সেই তালিকায় রয়েছেন কুন্তল ঘোষও। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বড়সড় ভূমিকা রয়েছে বলেই ধারণা তদন্তকারীদের। সোমবার সকালে আদালতে তোলা হয় কুন্তল ঘোষকে। গাড়ি থেকে নেমে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ইডির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন কুন্তল। দাবি করেন, ইডি চাপ দিয়ে মিথ্যে কথা বলাচ্ছে। এদিন কুন্তলের হাতে একটি খাম দেখা গিয়েছে। সেটি প্রসঙ্গে কুন্তল বলেন, 'ইডি চাপ দিয়ে মিথ্যে বলাচ্ছে। সব প্রমাণ আজ নিয়ে এসেছি, । আদালতে দেব।'

রজব আলী শাহ বাবার বার্ষিক ওরস সম্পন্ন

জগদীশ যাদব, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : হজরত দাতা কুতুব-ই-বেঙ্গল রজব আলী শাহ বাবার বার্ষিক উরস কলকাতার হেস্টিং-এ অবস্থিত জনবিশ্বাসের কেন্দ্রে পালিত হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য দিয়েছেন খাদিম মো. আরিফ খান সাংবাদিকদের কে জানান । দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে রজব আলী শাহ বাবার ভক্তরা উপস্থিতি জানান। অন্তত ২৫০ বছর ধরে এই উরস পালিত হচ্ছে। দরগার খাদেম আরিফ খান জানান, রজব আলী শাহ বাবার দরগাহ সম্প্রীতির এক নজির।এখানে চারপাশে সেনাবাহিনীর এলাকা থাকায় হতাশ মানুষের মনের ইচ্ছা এখানে পূরণ হয়। প্রতি বছর এখানে উরস অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে প্রার্থনা করে। দুই দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে কোরআনখানি, মাহফিল-ই-মিলাদ শরীফ চন্দন ও ছদর পশির আয়োজন করা হয়।

ভোট বয়কটের বুথে কীভাবে ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট!
রিপোর্ট জমা পড়ল আদালতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজারহাটের হাতিয়ারা ও জ্যাংরাতে অনুন্নয়নের অভিযোগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। গণনার পর সংশ্লিষ্ট বুথেই ১০০ শতাংশ ভোট পড়ার ঘটনায় শাসকের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, সিপিএম নেতা গৌতম দেবের ছেলে সপ্তর্ষি দেব।ওই মামলাতেই এদিন মুখবন্ধ খামে আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। হলফনামা জমা দিয়েছেন বিডিও। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে মামলার শুনানি হবে। চূড়ান্ত রায়ের পরই প্রার্থীদের ভবিষ্যত নির্ভর করবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।ভোট বয়কটের বুথে কীভাবে ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট পড়তে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাও। সোমবার ওই মামলাতেই আদালতে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য পুলিশ। এবিষয়ে এদিন আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছেন রাজারহাটে বিডিও। ওই মামলাতেই চূড়ান্ত রায়ের ওপর জয়ী প্রার্থীদের ভবিষ্যত নির্ভর করবে বলে এদিন ফের জানিয়েছেন বিচারপতি। হাতিয়াড়া এবং জ্যাংরায় পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। যদিও ১১ জুলাই ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতে দেখা যায় তৃণমূলের প্রার্থীরা বুথের মোট ভোটারের চেয়ে বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। আদালতে জমা দেওয়া অভিযোগে মামলাকারীর দাবি, রাজারহাটের হাতিয়ারার একটি বুথে মোট ভোটার ৭২২, অথচ টিএমসির প্রাপ্ত ভোট ১০২৮! ওই এলাকারই আর একটি বুথে মোট ভোটার ৫৮৪, সেখানে টিএমসি-র প্রাপ্ত ভোট ৫৯৭! একইভাবে জ্যাংরার একটি বুথে শাসকদলের বিরুদ্ধে মোট ভোটারের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি ভোট পাওয়ার অধিকার ওঠে। মোট ভোটার ৫০৯, টিএমসির প্রাপ্ত ভোট ১০৬১!

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিয়োগের রিপোর্ট যেত, আমার ভূমিকা ছিল না: আদালতে পার্থ

জামিনে মুক্ত হয়ে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে চাই। তাই আমাকে জামিন দেওয়া হোক।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে এনে তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিবের দাবি, 'বিভিন্ন দফতরের সচিবরা মন্ত্রীকে রিপোর্ট করেন। মন্ত্রীরা রিপোর্ট করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। নিয়োগ দুর্নীতিতে আমার কোনও ভূমিকা নেই।'সামনে দুর্গাপুজো। যেকোনও উপায়ে তাঁকে জামিন দেওয়া হোক বলেও এদিন আদালতে বিচারপতির কাছে কাতর আর্জি জানান পার্থ। দাবি করেছেন, তদন্তের নামে গত এক বছর ধরে তাঁকে আটকে রাখা হলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ আদালতে হাজির করতে পারেনি।

একদিকে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীকে নিশানা অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের শীর্ষ নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পার্থবাবু এদিন যেভাবে 'আমার বস' বলে সম্বোধন করেছেন তা যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

১-ম পাতার পর

রাজ্যসভায় দিল্লি 'দখলে'র লড়াই, বিতর্কিত বিলেই শক্তিপরীক্ষা 'ইন্ডিয়া' জোটের

অধ্যাদেশ বাণ ভোঁতা করতে হুইপ জারি করেছে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দল। তবে হাত শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে কয়েকদিন আগেই দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে এনডিও সরকারের পাশে দাঁড়ান কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত। আর এখানেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শক্তিপরীক্ষা।

এই প্রেক্ষাপটেই আজ সোমবার রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিশ্লেষকদের মতে, অঙ্কের খেলায় সংসদে বিলটি পাশ হয়ে যাবে। কারণ, পরিসংখ্যান শাসকদলের পক্ষেই রয়েছে। রাজ্যসভার মোট আসন সংখ্যা ২৪৫। বর্তমানে ৮টি আসন খালি থাকায় তা নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩৭। অর্থাত, বিলটি পাশ করাতে সরকারের প্রয়োজন ১১৯ জন সদস্যের সমর্থন। এই মুহূর্তে এনডিএ জোটের কাছে রয়েছে ১১১টি আসন। বিজেডি (৯টি আসন), ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি (৯টি) এবং টিডিপিকে (১ আসন) দলে ভিড়িয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩০। ফলে সংসদের উচ্চকক্ষে বিলটি পাশ হওয়া নিয়ে সেই অর্থে কোনও বাধা থাকছে না।

২ পাতার পর

জাতীয় সড়কে যত্রতত্র কাট-আউট নয়, সাফ জানাল হাই কোর্ট

বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁরা বলেন, "আমাদের সকলকে আরও সচেতন হতে হবে।" বেহালার দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আদালতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় মূল অভিযোগ ছিল, ৩৪ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ না হওয়ায় এই রাস্তায় দুর্ঘটনা বাড়ছে। এদিন এজলাসে রাস্তায় ব্যারিকেডেট বিষয়টিও উঠে আসে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জাতীয় সড়কের এক -দু কিলোমিটার অন্তর ব্যারিকেড দেওয়া যাবে না। এটা জাতীয় সড়ক আইনের পরিপন্থী। এই ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্র আলোচনা করে অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে রাস্তার নীচ দিয়ে আন্ডারপাস অথবা উপর দিয়ে ফ্লাই ওভার বানিয়ে লোকজন পারাপারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চায়েত ভোটে বিপর্যয়ে নিচুতলার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে রদবদল,

বিজেপির অন্দরে তীব্র অশান্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় নিচুস্তরে সংগঠনের রদবদল করতে গিয়েও বিক্ষোভের জেরে নাজেহাল বঙ্গ বিজেপি। একাধিক মণ্ডল সভাপতি বদল করায় বিক্ষোভ যেভাবে দানা বাঁধছে তাতে পরিস্থিতি সামলানো যাবে কি না শঙ্কায় গেরুয়া শিবির। লোকসভার আগে ফের নিচুতলায় বড় অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে বলে দলের কাছে খবর এসেছে। লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই হচ্ছে সাংগঠনিক রদবদল। আর ১৩০০-র মতো মণ্ডল কমিটির মধ্যে আড়াইশোর বেশি মণ্ডল সভাপতি বদল করা হবে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু বিক্ষোভ যেভাবে চরমে উঠেছে তাতে লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে ভাবাচ্ছে রাজ্য নেতাদের। পঞ্চায়েত ভোটে ভাল ফল না হওয়ার দায় কেন নিচুতলার উপর চাপানো হচ্ছে, প্রশ্ন উঠেছে গেরুয়া শিবিরে। তাদের প্রশ্ন, কেন রাজ্য নেতারা দায় নেবেন না? যদি মণ্ডল সভাপতিদের উপর সব দায় চাপিয়ে তাদের ছেঁটে ফেলা হয় পদ থেকে তাহলে নিচুতলায় দলের বড় অংশই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে ছেঁটে ফেলা মণ্ডল সভাপতি ও তাঁদের অনুগামীদের বিক্ষোভে কার্যত প্রমাদ গুনছেন বঙ্গ বিজেপি নেতারা।ফলে পঞ্চায়েত ভোটে বিপর্যয়ের জন্য নিচুতলার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে রদবদলের কাজ কার্যত বুমেরাং হতে চলেছে রাজ্য বিজেপি নেতাদের কাছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিচুতলার ক্ষোভ প্রশমনে রাজ্য নেতাদের হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, দলীয় সূত্রে এমনই খবর।

পঞ্চায়েত ভোটে খারাপ ফলের পর নিচুতলায় রদবদল করতে গিয়ে দলের গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার নিয়েছে। বিক্ষোভের আঁচ কলকাতায় বঙ্গ বিজেপির রাজ্যদপ্তর পর্যন্ত চলে আসতে পারে। ইতিমধ্যেই জেলা পার্টি অফিসগুলিতে পদ থেকে সরানো মণ্ডল সভাপতি ও তাঁর অনুগামীদের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রদবদল করতে গিয়ে নতুন করে ফ্যাসাদে পড়েছেন রাজ্য নেতারা। আর পদ থেকে বাদ পড়ারা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন রাজ্য নেতাদের বিরুদ্ধে। হুগলি জেলায় ২৩টি মণ্ডলের সভাপতি বদলের পর জেলাজুড়ে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

অভিযোগ, নিচুতলায় আলোচনা না করেই রাজ্য থেকে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে পদ থেকে সরানো হয়েছে। দলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলায় ৯ জন মণ্ডল সভাপতি বদলের পরই গোষ্ঠীকোন্দল চরমে উঠেছে। জেলা পার্টি অফিসে বিক্ষোভও হয়েছে। আবার হাওড়া গ্রামীণ জেলায় মণ্ডলস্তরে রদবদল নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চরমে উঠেছে। হাওড়া গ্রামীণ জেলায় ১৬ জন মণ্ডল সভাপতিকে বদল করা হয়েছে। এরপরই জেলা কার্যালয়ে বিক্ষোভ থেকে ধাক্কাধাক্কি চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য নেতৃত্বকে যেতে হয় গ্রামীণ জেলায় বৈঠক করতে। ১০ আগস্টের মধ্যে মণ্ডল কমিটির সম্মেলন আদৌ করা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দানা বেঁধেছে।

"বিশ্বের বৃহত্তম বাজার যাতে তাঁতশিল্পীরা পান সেই লক্ষ্যে

সরকার সুস্পষ্ট কৌশল নিয়ে কাজ করছে"

নতুন দিল্লি, ৭ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষ্যে নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মন্ডপমে বক্তব্য রাখেন। 'ভারতীয় বস্ত্র এবং শিল্পকোষ' শীর্ষক কারু শিল্পের একটি সংগ্রাহক পোর্টালেরও সূচনা করেন তিনি। এটি তৈরি করেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেন।

ভারত মন্ডপম তৈরি হওয়ার আগে প্রগতি ময়দানে কিভাবে প্রদর্শকরা তাঁবু খাটিয়ে বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শন করতে বাধ্য হতেন, তার স্মৃতিচারণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের তাঁত শিল্পের অবদানকে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরনো ও নতুনের এই সঙ্গমই আজকের নতুন ভারতের সংজ্ঞা। আজকের ভারত শুধু ভোকাল ফর লোকাল নয়, একইসঙ্গে নিজের পণ্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার এক মঞ্চ বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের আগে তাঁত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী, আজকের অনুষ্ঠানে আসা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁত সংক্রান্ত ক্লাস্টারের উল্লেখ করে তাঁদের স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগস্ট হল বিপ্লবের মাস। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের স্মরণের এটাই প্রকৃষ্ট সময়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তা কেবল বিদেশী বস্ত্র বয়কটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, একইসঙ্গে ভারতের স্বাধীন অর্থনীতির জন্য অনুপ্রেরণার এক উৎসও ছিল। এই আন্দোলনে ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁত শিল্পীদের সংযোগ ঘটেছিল, আর সেকথা মাথায় রেখে সরকার এই দিনটিকে জাতীয় তাঁত দিবস হিসেবে উদযাপন করছে। গত কয়েক বছরে তাঁত শিল্পের প্রসার এবং তাঁত শিল্পীদের কল্যাণে নজিরবিহীন কাজ হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দেশে এখন স্বদেশী নিয়ে এক নতুন বিপ্লব এসেছে। ভারতের তাঁত শিল্পীরা দেশকে যে সাফল্য এনে দিয়েছেন, সেজন্য তিনি গর্বিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজনের পোশাকের উপরেই তাঁর পরিচয় নির্ভর করে। এই অনুষ্ঠানে কত বিভিন্ন ধরনের পোশাক দেখা যাচ্ছে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অনুষ্ঠান, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পোশাকের বৈচির্ত্য উদযাপনের অনুষ্ঠানও বটে। ভারতে পোশাকের এক বর্ণময় রামধনু রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যে আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে, তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে যাঁদের ঘরবাড়ি, উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দা যাঁরা, মরুভূমিতে যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রত্যেকের পোশাক এবং বাজারগুলিতে যে পোশাক পাওয়া যায়, তার মধ্যে যে কত রকমের বৈচির্ত্য রয়েছে, তার উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই বৈচির্ত্যকে তালিকাভুক্ত করে এর সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন আজ ভারতীয় বস্ত্র এবং শিল্পকোষের সূচনার মধ্য দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হল।

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অতীত ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর বস্ত্র শিল্পকে শক্তিশালী করার কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি খাদি শিল্পকেও মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। যাঁরা খাদি পরতেন তাঁদের খাটো করে দেখা হতো। ২০১৪ সালের পর সরকার এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। তিনি নিজে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে খাদির পোশাক পরতে নাগরিকদের অনুরোধ করেছিলেন বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে গত ৯ বছরে খাদির উৎপাদন ৩ গুণেরও বেশি বেড়েছে। খাদির বিক্রি বেড়েছে ৫ গুণ। বিদেশেও খাদির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। প্রধানমন্ত্রী জানান, প্যারিস সফরের সময়ে তিনি একটি বড় ফ্যাশান ব্র্যান্ডের সিইও-র সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ওই সিইও তাঁকে জানিয়েছিলেন, খাদি ও ভারতীয় তাঁত নিয়ে ফ্রান্সের মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ৯ বছর আগে খাদি ও গ্রামোদ্যোগের ব্যবসার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫ থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকার আশপাশে। বর্তমানে তা বেড়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, তাঁতের সঙ্গে জড়িত গ্রামীণ মানুষ ও আদিবাসীদের হাতে অতিরিক্ত ১ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। নীতি আয়োগের একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁত শিল্পের ব্যবসা বাড়ায় গত ৫ বছরে সারে ১৩ কোটি মানুষ দারির্দ্যের করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভোকাল ফর লোকালের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাগরিকরা সর্বতোভাবে দেশীয় পণ্য কিনছেন, এটি এখন এক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনে রাখিবন্ধন, গণেশ উৎসব, দশেরা ও দীপাবলির মতো উৎসবে তাঁত ও হস্তশিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে স্বদেশী সংকল্প গ্রহণের আহ্বান ফের জানান তিনি।

বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পগুলি সামাজিক ন্যায়ের এক প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠায় সন্তোষপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশজুড়ে গ্রাম ও শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এদের অধিকাংশই দলিত, অনগ্রসর, পাসমান্দা ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। সরকারের উদ্যোগে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বিপুলভাবে বেড়েছে, তাঁত শিল্পীদের উপার্জনও বেড়েছে। বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস সংযোগ, স্বচ্ছ ভারত প্রভৃতি প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এইসব কর্মসূচির সর্বাধিক সুফল এই মানুষেরাই পেয়েছেন। বিনামূল্যে রেশন, পাকা বাড়ি, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা - এটা হল মোদীর গ্যারান্টি। জীবনের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তাঁত শিল্পীরা দশকের পর দশক ধরে যে অপেক্ষা করে এসেছেন, তাঁর সরকার তার অবসান ঘটিয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার শুধু বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য বজায় রাখার উপরেই গুরুত্ব দেয়নি, এই ক্ষেত্রকে নতুনভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উপরেও জোর দিয়েছে। সেজন্যই সরকার তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপার্জনের দিকে নজর দিয়েছে এবং তাঁত ও হস্তশিল্পীদের সন্তানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণে মনোযোগী হয়েছে। তাঁত শিল্পীদের ছেলে মেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। শ্রী মোদী বলেন, গত ৯ বছরে ৬০০-রও বেশি তাঁত ক্লাস্টার গড়ে তোলা হয়েছে এবং হাজার হাজার তাঁত শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাজ সহজ করতে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং পণ্যের গুণমান ও ডিজাইন উন্নত করতে সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকার তাঁত শিল্পীদের সস্তায় কাঁচামাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কাঁচামাল পরিবহণের খরচও সরকার বহন করছে। মুদ্রা যোজনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁত শিল্পীরা এখন গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ পেতে পারেন। গুজরাটের তাঁত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁত শিল্পে তাঁর সংসদীয় কেন্দ্র কাশী অঞ্চলেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁত শিল্পীরা তাঁদের পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে সরবরাহ শৃঙ্খল ও বাজারের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। সেজন্যই সরকার দেশজুড়ে ভারত মন্ডপমের মতো বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনীর আয়োজন করে হাতে তৈরি নানা পণ্যের বিপণনে উদ্যোগী হয়েছে। এইসব প্রদর্শনীতে শিল্পী ও কারিগরদের বিনামূল্যে স্টল দেওয়ার পাশাপাশি দৈনিক ভাতা দেওয়া হয়। দেশের যুব সমাজ ও স্টার্ট-আপগুলির প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এঁরা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং তাঁতের পদ্ধতি ও বিপণনে উদ্ভাবনের ছোঁয়া নিয়ে এসেছে। এর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'এক জেলা এক পণ্য' প্রকল্পের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর আওতায় প্রতিটি জেলার বিশেষ পণ্যকে তুলে ধরা হচ্ছে। এইসব পণ্যের প্রসার ও বিক্রির জন্য দেশজুড়ে রেল স্টেশনগুলিতেও বিশেষ স্টল স্থাপন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি রাজ্য এবং জেলার তৈরি তাঁত ও হস্তশিল্প সামগ্রীকে এক ছাদের তলায় এনে সেগুলির প্রচারের জন্য সরকার প্রতি রাজ্যের রাজধানীতে একতা মল তৈরি করছে। এতে পর্যটকরা ভারতের বৈচির্ত্যের স্বাদ যেমন পাবেন, তেমনি এক জায়গা থেকে সেই রাজ্যের বিশেষ পণ্যগুলি কিনতে পারবেন। বিদেশ সফরের সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি ভারতের তাঁত ও হস্তশিল্প সামগ্রী উপহার দেন বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা এই উপহার পেয়ে শুধু এর প্রশংসাই করেন না, যাঁরা এগুলি তৈরি করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে জানার পর এগুলি তাঁদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। জেম পোর্টাল বা সরকারি ই-মার্কেট প্লেস সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রান্তিকতম শিল্পী, কারিগর ও তাঁত শিল্পীরাও এর মাধ্যমে নিজের পণ্য সরাসরি সরকারকে বিক্রি করতে পারেন। তাঁত এবং হস্তশিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার সংগঠন বর্তমানে জেম পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত বলে তিনি জানান। তাঁত ক্ষেত্রের ভাই বোনেরা যাতে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সুফল পান তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম বাজার যাতে তাঁত শিল্পীরা পান সেই লক্ষ্যে সরকার সুস্পষ্ট কৌশল নিয়ে কাজ করছে। বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলি এখন ভারতের তাঁত শিল্পী, কারিগর, কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলির পণ্য নিতে আগ্রহী হচ্ছে বলে তিনি জানান। যেসব কোম্পানির বড় বড় দোকান, খুচরো বিপণী শৃঙ্খল, অনলাইন উপস্থিতি ও বিশ্বজুড়ে দোকান রয়েছে তেমন বহু কোম্পানির কর্তার সঙ্গে এব্যাপারে তাঁর কথা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই কোম্পানিগুলি এখন ভারতের স্থানীয় পণ্য বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পণ্যগুলি ভারতে তৈরি, বহুজাতিক সংস্থাগুলির সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবহার করে এগুলিকে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেবে।

বস্ত্রশিল্প এবং ফ্যাশান দুনিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের প্রথম তিনটি অর্থনীতির মধ্যে একটি হওয়ার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি তাঁদের ভাবনা চিন্তার পরিধি আরও বাড়াতে হবে। ভারতের তাঁত, খাদি ও বস্ত্রশিল্পকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী সকলের প্রয়াসের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁত শিল্পীদের দক্ষতাকে প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করার উপর জোর দেন তিনি। ভারতে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন যেকোনো পণ্যের জন্য বিপুল পরিমাণ তরুণ ক্রেতা সৃষ্টি হয়েছে। বস্ত্র কোম্পানিগুলির কাছে এ এক বিশাল সুযোগ। স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করে তোলা এবং এতে বিনিয়োগ করা ওই কোম্পানিগুলির দায়িত্ব বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের সুবিধা নিতে হলে স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলে বিনিয়োগ করা অত্যাবশ্যক এবং এভাবেই উন্নত ভারত গড়ে তুলে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছনোর স্বপ্ন সার্থক করা সম্ভব। যাঁরা আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বোনেন এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'কে শক্তি যোগান, তাঁরা খাদিকে শুধু পোষাক নয়, অস্ত্র বলে মনে করেন। ৯ আগস্টের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দিনটি স্বাধীনতার বৃহত্তম আন্দোলন ও ভারত ছাড়োর সঙ্গে যুক্ত। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এদিন ব্রিটিশদের কাছে ভারত ছাড়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে আজ 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার সংকল্প নিতে হবে। শ্রী মোদী বলেন, সারা ভারত আজ সমস্বরে বলছে দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্র, তোষণবাদ ভারত ছাড়ো। এইসব অপশক্তি আজ দেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ খাড়া করে তুলেছে। দেশ এবং দেশের মানুষ এগুলিকে পর্যুদস্ত করে জয়ী হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বক্তব্যের শেষপ্রান্তে এসে প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন মহিলার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কথা উল্লেখ করেন। সেই মহিলারা বছরের পর বছর ধরে জাতীয় পতাকা তৈরি করেন। প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের নিজেদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচি আবারও উদযাপনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যখন ছাদে তেরঙ্গা উত্তোলন করা হয়, তখন তা আমাদের ভেতরেও উড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী দর্শনা জরদোস, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী শ্রী নারায়ণ টাটু রানে প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২১৮ সংখ্যা ০৮ আগষ্ট, ২০২৩ মঙ্গলবার ২২ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বেসরকারি স্কুলের মাইনে স্থির করবে শিক্ষা কমিশন, মধ্যবিত্তদের সুরাহা দিতে বড় পদক্ষেপ নবান্নর

এক শ্রেণির বেসরকারি স্কুলের বেলাগাম ফি কাঠামো নিয়ে কদিন আগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছে বিস্তর। এহেন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার শেষমেশ স্বাস্থ্য কমিশনের ধাঁচে শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল।

রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য জানান, এমন কোনও গাইডলাইন নেই। সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে বিচারপতি বসু পরামর্শ দেন, বেতনের ব্যাপারে এরকম একটা গাইডলাইন থাকা দরকার। সে গাইডলাইন বেসরকারি স্কুলগুলির পছন্দ হোক বা না হোক, বিষয়টা জরুরি। বেসরকারি স্কুল প্রফিট মেকিং বিজনেজ হতে পারে না বলে মন্তব্য করে বিচারপতির এদিন আরও প্রশ্ন করেন, 'রাজস্থান ফি নিয়ে গাইডলাইন করতে পারলে এ রাজ্যে নয় কেন?'সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শিক্ষা কমিশনের কাজ কী হবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত খসড়া প্রস্তুত করেছিল শিক্ষা দফতর। সেই সব প্রস্তাবেই সায় দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল, বেসরকারি স্কুলের ফি বা বেতন কাঠামো। শিক্ষা দফতর সূত্রে বলা হচ্ছে-

- প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশন বেসরকারি স্কুলগুলির ফি কাঠামো নির্ধারণ করে দেবে। তার পর সে ব্যাপারে সুপারিশ করবে রাজ্য সরকারকে।
- কোনও বেসরকারি স্কুল অযৌক্তিক ভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি আদায় করলে সে ব্যাপারে অভিযোগের শুনানিও হবে কমিশনে।
- ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে সে ব্যাপারেও কমিশন সময়ান্তরে সুপারিশ জানাবে।সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলির একাংশের উষ্মা তৈরি হতে পারে। তা ছাড়া অর্থনীতিবিদরা অনেকে মনে করেন, বেসরকারি ক্ষেত্রে দাম দস্তর, ফি ইত্যাদি কী হবে তা বাজারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এর পাল্টা মতও রয়েছে। শিক্ষা দফতরের অনেকেই মনে করেন, স্কুলের ফি-র নামে এক শ্রেণির বেসরকারি স্কুল মুনাফাভোগী হয়ে উঠেছে। তারা সরকারের থেকে নানা সুবিধা নিচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষের কাছে সেই সুবিধা প্রসারিত করছে না। এবার একটা বিহিত করাই উচিত।গত বছর রাজ্য বিধানসভায় একটি বিল পেশ হয়। তার নাম ছিল পশ্চিমবঙ্গ বেসরকারি স্কুল নিয়ন্ত্রণ বিল । শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব সোমবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হওয়ার পর ওই বিলটি নতুন করে বিধানসভায় আনা হবে। বিল পাশ হলে ওই আইন মোতাবেক কমিশন গঠন করা হবে। কমিশনের মাথায় থাকবেন, একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এ ছাড়া কমিশনের সদস্য পদে থাকবেন স্কুল শিক্ষা দফতরের কমিশনার, এসসিইআরটি-র ডিরেক্টর, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। এ ছাড়া দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করবেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী।শিক্ষা কমিশন গঠনের ব্যাপারে গত এপ্রিল মাসে রাজ্যের সব দফতরের মন্ত্রী ও সচিবদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, যে রাজ্য সরকারের অনেক নির্দেশ মানছে না বেসরকারি স্কুলগুলির একাংশ। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাংলায় শিক্ষা কমিশন গঠন করা যায় কিনা সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য।শিক্ষামহলের অনেকের মতে, রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলি ফিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উসেইন বোল্টের গতিতে ছুটছে। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে অভিভাবকদেরও। কোভিড পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষার সময়ে বেসরকারি স্কুলের ফি দেওয়া নিয়ে আদালতে কম চাপানউতোর চলেনি। কিন্তু নিউ নর্মালেও ফি বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে অনেক স্কুলের।

অনেকের মতে, সেসব ব্যাপারেই এবার নজরদারি চালাবে রাজ্য সরকার। যাতে শিক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি স্কুলগুলি লাগামহীন মুনাফা না করতে পারে। কেউ কেউ এও বলছেন, বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সেতুবন্ধনও করে দেবে এই শিক্ষা কমিশন।প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই বেসরকারি স্কুলের বেলাগাম বেতনের মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিত বসু রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেছিলেন। ৩১ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টে স্কুলের বেতন নিয়ে একটি মামলার শুনানি চলছিল। স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও টিউশন ফি-র বাইরে কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে মামলা হয়। এই অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়, করোনাকাল থেকেই বেসরকারি স্কুলগুলির এই ধরনের বেতন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। মামলাও হয়েছে একাধিক।ওই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারকে ভতর্সনা করে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, বেসরকারি স্কুলগুলি কত ফি বাড়াবে, কখন বাড়াবে, সে সব দিকে কেন নজর নেই রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারকে একটি গাইডলাইন তৈরি করারও নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিচারপতি বসু প্রশ্ন করেন, স্কুলগুলির ফি বৃদ্ধির বিষয়ে রাজ্যের কি আদৌ কোনও নজরদারি আছে? অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনাও টেনে আনেন বিচারপতি বসু। তিনি বলেন, অন্য রাজ্যে ফি সংক্রান্ত নীতি নিয়ে রাজ্যের নিজস্ব আইন আছে। এ রাজ্যে কি এই ধরনের কোনও আইন বা গভর্নিং বডি আছে, যারা ফি কতটা বাড়ানো হবে সেটা দেখে? বেতনের স্ট্রাকচারই বা কেমন হবে, তা নিয়ে কোনও গাইডলাইন আছে কি? সরকার কি আদৌ তেমন কোনও প্রস্তাব দিয়েছে?

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে,শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

আত্মবিশ্বাস এর উপরে নির্ভর করে চলছে সারা বিশ্বের সমাজব্যবস্থা। একটি ধর্মের একটি রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে আজ পর্যন্ত। সেই সব ইতিহাসের নানান ব্যাখ্যা বারবার আমি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে যেন একটি আত্মবিশ্বাস নির্ভরশীলতা প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই আমরা মান্যতা দিয়ে আসছি। মান্যতা দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায়ও নেই, পৃথিবীর বুকে খুজে পাওয়া যায়নি অন্য কোন বিকল্প শক্তি। বিজ্ঞান ও পারেনি এই শক্তির উৎস খুঁজতে। প্রাকৃতিক যে শক্তি, যাকে আমরা কল্পতরু রূপে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস আত্মনির্ভরশীল ভরসার রক্ষাকর্তা, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, ভগবান ও গড। অদৃশ্য শক্তি আজ পৃথিবীর বুকে বিরাজমান। এই শক্তির উপরে নির্ভরশীলতা কোটি কোটি মানুষ। যে শক্তিটা আজও প্রচলিত এবং প্রচন্ড শক্তিশালী,তাকে আমরা ভগবান আল্লাহ গড যাই বলে ভরসা করে মনের সমস্ত কথা জানালে তিনি সে কাজেই সফলতা এনে দেয়। তার বাইরেও প্রচলিত হয় নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হর্তাকর্তা বিধাতা, এই ব্রম্ভান্ডের মালিককে আমরা আজও মনে প্রানে ধন-সম্পদ সবকিছু সঁপে পূজা ও প্রার্থনা করি। এই পূজা বা পার্থনা বহু প্রাচীনকাল ধরতে প্রচলিত, আজ তা একই নিয়মে আমরা মেতে উঠি ।

আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ অনুভুতিতেই । বারবারই মনে হয় এই তো মা আসছেন। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। ষষ্ঠীর সকালে বোধন দিয়ে শুরু হয় আচার অনুষ্ঠানের পর্ব। সপ্তমী থেকে দিন শুরু হয় পূজার্চনা। দুর্গাপুজোর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে নানান বিধি রয়েছে। বেশি প্রশ্ন বা কৌতূহল রয়েছে গণেশের পাশে থাকা 'কলা বউ' বা 'নবপত্রিকা'কে ঘিরে। অনেকে মনেই প্রশ্ন থাকে, গণেশের পাশে ঘোমটা দেওয়া ওই গাছটি আদতে কী? এই বিষয়ে আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু, আর সে কথাগুলো আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চাই পাঠকসমাজের কাছে। দুর্গাপুজোর অন্যতম আচার নবপত্রিকা স্নান। সপ্তমীর সকালে হয় স্নান। নবপত্রিকার আক্ষরিক অর্থ 'নয়টি পাতা'। যা নবপত্রিকা ন'জন দেবীর প্রতীক। কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, দাড়িম রূপে রক্তদন্তিকা, অশোক রূপে শোকরহিতা, মান রূপে চামুণ্ডা এবং ধান রূপে লক্ষ্মী। শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'। সেই কারনে নবপত্রিকাকে বাংলার দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ আমরা ধরে নিতে হয়। 'নবপত্রিকা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নবপত্রিকা নয়টি পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। রম্ভা ,কচ্চী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমৌ। অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা। অর্থাৎ: কদলী বা রম্ভা (কলা), কচু, হরিদ্রা (হলুদ), জয়ন্তী, বিল্ব (বেল), দাড়িম্ব (ডালিম), অশোক, মানকচু ও ধান। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেল সহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। নবপত্রিকা বা কলা বউ ইতিহাসের লুকিয়ে রয়েছে দেবী দুর্গার পূজিত ইতিকথা। গুপ্তযুগেও বাংলায় কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সংস্কৃত ধর্মসূত্রের মন্তব্য স্মরণীয়: গৌড়ের লোকেরা দস্যু, সেখানে দিন কাটালে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ বার সেই কিংবদন্তি: রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের এই অজায়গায় নিয়ে এসে জমি দিয়ে বসত করান।ব্রাহ্মণরা এসে দেখলেন, এ দেশে জনজীবনের মূল উৎসব চৈত্র মাসে: গাজন। জাতিভেদ নেই, সারা গ্রাম একসঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজোয় মেতে ওঠে। এই ধর্ম নিতান্ত লৌকিক দেবতা, যুধিষ্ঠিরের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই সর্বজনীন সামাজিক উৎসবে থাকবনিদ শাসনকাঠামো ধরে রাখা যাবে না। অতএব শুরু হল উচ্চবর্গের বিচিত্র অন্তর্ঘাত। প্রথমেই এল দুর্গাপুজো। কিন্তু সেই বাসন্তীপুজো গাজনের জনপ্রিয়তা কমাতে পারল না। ক্ষমতা গাজনকে বরাবর সন্দেহ করেছে। আজও মন্দিরগাত্রের টেরাকোটায় চড়কপুজোর উপস্থাপনা খুঁজে পাওয়া যায় না।চৈত্র হল বছরের দ্বাদশ মাস। তার উল্টো দিকেই ষষ্ঠ মাস: আশ্বিন। উত্তরাপথে নবরাত্রি সেই সময়। রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে ঘুরছিলেন, মেধস মুনি সেই সময় তাঁকে শ্রীশ্রীচণ্ডী-র কাহিনি শোনান। রাজা দেবীর পুজো করে রাজ্য ফিরে পান। এ যে রাজধর্মের পুজো! সেই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মুখ্যত তিন অংশ। প্রথম অংশে ৩২টি শ্লোক, দেবী মধু ও কৈটভ দানবকে বধ করেন। দ্বিতীয় অংশে ১০৯টি শ্লোক, দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। তৃতীয় অংশ আরও বড়, ১৯৩টি শ্লোক। "বাংলা দুর্গাপুজোর শাস্ত্রীয় আচার এই ন্যারেটিভ কাঠামো মেনে তৈরি। সপ্তমীর থেকে অষ্টমী পুজো আরও দীর্ঘ, নবমী পুজো আরও বেশি সময়ের," বলছিলেন র‍্যালফ নিকোলাস।

এই সংস্কৃত চণ্ডীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল বাংলার চণ্ডীকে। মর্তে পুজো পাওয়ার জন্য কালকেতুকে রাজা করে দেন চণ্ডী। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা মঙ্গলচণ্ডী কী ভাবে মিশে গেল, দুর্গাপ্রতিমাই তার প্রমাণ। বাঙালির কাছে দুর্গা একই সঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরনি, কৈলাস ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর মা। গাঁজাড়ু স্বামীর ঘর করা সংস্কৃতে নেই। অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষ্মীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়িও নন। গাজনের জন-উৎসবকে উৎখাত করতেই ;ক্ষমতা' সংস্কৃত পুরাণ এবং বাংলা লোককাহিনি মিলিয়ে শারদীয় পুজোর আখ্যান তৈরি করে।কিন্তু শরৎকালে পুজো হবে কী ভাবে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে দেবতাদের রাত শুরু। ঘুম ভাঙে কার্তিক মাসের একাদশীতে। "ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন অকালবোধন শুরু করে। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর আগে অকালবোধনের কথা জানা যায় না। খেয়াল করবেন, লক্ষ্মী, কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজোয় কিন্তু দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় না," জানাচ্ছেন র‍্যালফ।তবেই দুগা ক্ষমতার পুজো, জগদ্ধাত্রীও তা-ই। বস্তুত দুর্গার তন্ত্রমন্ত্রে চার হাতের দেবীর যে বর্ণনা, তা জগদ্ধাত্রী রূপ। দশ হাতের দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী, চার হাতের জগদ্ধাত্রী বধ করেন করিণ্ডাসুরকে। কালী বা চামুণ্ডাও অসুরকে ধ্বংস করেন। অসুরনাশই ক্ষমতায় একমাত্র কাম্য। তাই দেবী বিভিন্ন রূপকে একত্রে "নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা" নামে " নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।। একটি পাতাযুক্ত কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি গাছ মূল ও পাতাসহ একত্র করে একজোড়া বেল সহ সাদা অপরাজিতা গাছের লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

পাল্টা আক্রমণ করে বসলেন নোরা ফাতেহি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরের ২০০ কোটি টাকা তছরুপের মামলা নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি। যদিও দিল্লি পুলিশ এরই মধ্যে মামলার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে। শুরুতে এই মামলায় বলিউড তারকা জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের নাম জড়িয়েছিল। এরপর যুক্ত হয় নোরা ফাতেহির নাম। জেলবন্দি সুকেশ নিজেও নোরার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছিল। নিজের আইনজীবী অনন্ত মালিক ও এ কে সিংয়ের মাধ্যমে সুকেশ অভিযোগ করে, জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে নাকি তার মগজ ধোলাই করতেন নোরা। দিনে অন্তত ১০ বার সুকেশকে ফোন করতেন এই বলিউড ড্যান্স ডিভা।

শুধু তাই নয়, তার কাছ থেকে নোরা দামি সব উপহারও নিয়েছেন। সুকেশের এমন বক্তব্যের পর আর কোনোভাবেই নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারেননি নোরা। পাল্টা আক্রমণে এই প্রতারকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন। এবার সেই মামলার বয়ানে নোরা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, তাঁকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। যেহেতু তিনি বহিরাগত [মরক্কোর নাগরিক], তাই তাঁকে সহজ টার্গেট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আসল অপরাধীদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেই তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শাহরুখের অজানা কাহিনি ফাঁস করলেন কাজল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে আদিত্য চোপড়া পরিচালিত 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' ছবির শুটিংয়ে কাজলকে কাঁধে তুলতে গিয়ে কী অবস্থা হয়েছিল শাহরুখের? সেই অজানা কাহিনি ফাঁস করলেন কাজল।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৮ বছর আগে ১৯৯৫-তে মুক্তি পেয়েছিল 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে'।

এই ছবিকে ভারতীয় বাণিজ্যিক ছবির দুনিয়ায় অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দেন।

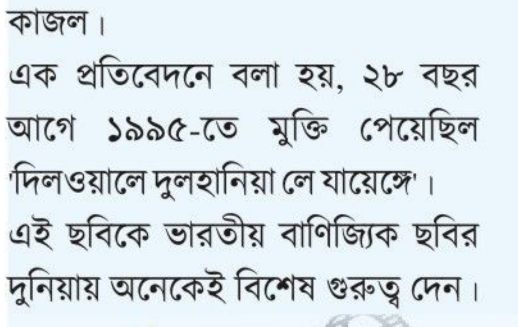

শাহরুখ-কাজলের কেরিয়ারের নতুন মোড় এনে দিয়েছিল ওই ছবি।

বলিউডি ছবিতে প্রেমের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল এই ছবি। এই ছবির হাত ধরেই বলিউড পেয়েছিল আগামীর 'রোম্যান্টিক হিরো' শাহরুখ খানকে।

তবে শুটিং করতে গিয়ে কতই কী-ই না ঘটে, তা রয়ে যায় ক্যামেরার পিছনেই। 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে'র পোস্টারের কথা সকলেরই মনে আছে।

সেখানে কনের পোশাকে কাজল, এ দিকে কালো জ্যাকেট মাথায় টুপি জিন্স পরে দাঁড়িয়ে শাহরুখ তথা রাজ। কাঁধে তুলেছেন তার সিমরনকে। দৃশ্যটি দেখতে যতখানি প্রেমময়, বাস্তবে কাজটি করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয় শাহরুখকে।

যদিও প্রথমে শাহরুখ ভেবেছিলেন, সহজেই কাজলকে কাঁধে তুলে নেবেন। তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছবি তুলেছেন, শুটিংও হয়েছে।

কিন্তু পরে গোটা কাঁধ 'লক' হয়ে যায় শাহরুখের। যদিও কাজল নাকি আগেভাগেই সাবধান করেছিলেন তাকে।

অভিনেত্রীর ভাষ্য, আমি বলেছিলাম, তুমি পারবে তো? ও বলেছিল, হ্যাঁ পারব। চিন্তা কোরো না, আমার শক্তি কিছু কম নয়।

এর পর অভিনেত্রী বলেন, ও আমায় একটুও বুঝতে দেয়নি, আমি কতটা ভারী। তবে পরে ফ্রোজেন শোল্ডারের সমস্যায় ভুগতে হয়েছিল তাকে। আহা বেচারা শাহরুখ!

ড্রিম গার্ল-২ এর ট্রেলার প্রকাশ

নায়িকার বেশে কে এই নায়ক?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পরনে শাড়ি, ঠোঁটে লিপস্টিক, মাথায় লম্বা চুল- এমন সাজে পুরুষদের স্বপ্নসুন্দরী হয়ে হাজির হয়েছেন তিনি। তার রূপ ও জাদুতে ঘায়েল বহু পুরুষ। এমন একটা গল্প নিয়ে হাজির হয়েছে বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার নতুন ছবি ড্রিম গার্ল-২ এর ট্রেলার।

২০১৯ সালে সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল 'ড্রিম গার্ল'। রাজ শান্ডিল্যর পরিচালনায় সেই সিনেমাতেই প্রথমবার করম ওরফে পূজা হিসেবে দেখা গিয়েছিল আয়ুষ্মানকে। নিজের লাস্যময়ী অবতারে দর্শকদের মন কেড়েছিলেন অভিনেতা। শুধু তাই নয়, মেয়ের গলায় কথা বলে ফোনের মধ্যে দিয়েই পুরুষদের মন জয় করত। পূজার লাস্যে দর্শকদের মনও গলেছিল। ২৮ কোটি টাকা বাজেটের সিনেমা বক্স অফিসে ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল।

মাঝে চার বছর কেটে গেছে। কিন্তু পূজার ম্যাজিক যেন কমেনি। আরও বেশি হট অবতারে ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছেন আয়ুষ্মান। ঠোঁটে মেখেছেন লিপস্টিক, চোখে কাজল।

আগের সিনেমায় আয়ুষ্মানের বিপরীতে ছিলেন নুসরাত ভারুচা। এবারের সিনেমায় নায়িকা অনন্যা পাণ্ডে। এতে পরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। আয়ুষ্মানে বাবার ভূমিকায় অনু কাপুরই রয়েছেন।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজপাল যাদব, আসরানি, সীমা পাহওয়াস, মনোজ জোশী, পরেশ রাওয়াল ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৫ আগস্ট ভারতের সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে ড্রিম গার্ল ২'।

২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে যা বললেন নুসরাত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কলকাতার অভিনেত্রী ও তৃণমূল সাংসদ নুসরাত জাহানের বিরুদ্ধে ২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে ভারতের অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) কাছে। ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

জানা যায়, গত সোমবার সন্ধ্যার দিকে, বেশ কয়েকজন প্রবীণ নাগরিক ইডির দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন। সেখানেই নুসরাত জাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। নুসরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৪ সালে তার সংস্থা ৪২৯ জনের কাছ থেকে পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার টাকা করে নিয়েছিল তিন বছরের মধ্যে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে। যদিও প্রায় ৯ বছর কেটে যাওয়ার পর আজও ফ্ল্যাট পাওয়া যায়নি।

তবে বিষয়টি নিয়ে এখনই খোলাসা করে কিছু বলতে নারাজ নুসরাত জাহান। তিনি ভারতের গণমাধ্যম আনন্দবাজারকে শুধু এটুকু বলেছেন, 'এটা প্রায় ১০ বছর আগের ঘটনা। এ বিষয়ে যা বলার আমার আইনজীবী বলবেন। আর যেহেতু এখনো ইডির পক্ষ থেকে কোনো নোটিশ পাইনি, তাই কিছু বলতেও চাই না।'

উইন্ডিজ বোর্ডের ওপর

হঠাৎ কেন ক্ষেপে গেলেন হার্ডিক পান্ডিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে জয়ী হওয়ার পর এবার একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজ ২-১ ব্যবধানে দখল করে নিয়েছে ভারত। মঙ্গলবার ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ানডে আন্তর্জাতিক সিরিজের শেষ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল এই ম্যাচটি ২০০ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে এবং ওডিআই সিরিজটি দখল করেছে। এই সিরিজে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি শুধুমাত্র প্রথম ম্যাচ খেলেছেন, এরপর বাকি দুই ম্যাচে দলের দায়িত্ব নেন হার্ডিক পান্ডিয়া। হার্ডিক পান্ডিয়া ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামের প্রশংসা করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কিছু কাজে বেশ বিরক্ত হয়েছেন। তিনি উইন্ডিজ বোর্ডের কাছে কিছু বিষয়ে অভিযোগও করেছেন। ম্যাচ পরবর্তী উপস্থাপনায় হার্ডিক তুলে ধরেন এই সফরে ভারতীয় দল কীভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের এ বিষয়ে কিছু করা উচিত।

তৃতীয় ওয়ানডে খেলার পর হার্ডিক পান্ডিয়া বলেন, “এখনও পর্যন্ত আমরা যেসব মাঠে খেলেছি তার মধ্যে এটি অন্যতম সেরা। পরের বার যখন আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে আসব, তখন পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। গত বছরও কিছু সমস্যা ছিল, আমি মনে করি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের এটা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। পরের বার যখন কোনও দল আসবে তখন সেটা দেখভাল করবে। আমরা বিলাসিতা চাই না, তবে কিছু মৌলিক জিনিসের উপর যত্ন নেওয়া উচিত। এছাড়াও যদি সেটা হয় তাহলে এখানে এসে ক্রিকেট খেলতেও ভালো লাগবে।”

এর আগে, ভারতীয় ক্রিকেটাররা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গেও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, যখন ত্রিনিদাদ থেকে বার্বাডোজে তাদের ফ্লাইট গভীর রাতে ছিল এবং এটি প্রায় চার ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছিল। সিরিজের প্রথম ম্যাচের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের এভাবে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। কারণ তারা পর্যাপ্ত ঘুমাতে পারেননি। তৃতীয় ওয়ানডেতে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৫০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ৩৫১ রান করেছিল, জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল মাত্র ১৫১ রানে গুটিয়ে যায়। এভাবে ২০০ রানে ম্যাচ জেতে ভারত। আর এই ম্যাচ জিতে সিরিজও পকেটে তোলে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন শুভমান গিল এবং সিরিজ সেরা নির্বাচিত হন ইশান কিষান।

অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে

বেশি পয়েন্ট হারাল ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড অ্যাশেজ সিরিজ শেষ করেছে ২-২ সমতায়। তবে জমজমাট এই সিরিজের পরও দুই দলই পেয়েছে বড় দুঃসংবাদ। কয়েকদফা জরিমানার পর ইংল্যান্ড হারিয়েছে ১৯ পয়েন্ট। আর অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ১০ পয়েন্ট। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে হেডিংলি টেস্ট ছাড়া বাকি সব ম্যাচেই পয়েন্ট কাটা হয়েছে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের। চার টেস্টে সবমিলিয়ে ১৯ পয়েন্ট হারিয়েছে তারা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জরিমানা হয়েছে কেবল চতুর্থ টেস্টেই। ম্যানচেস্টার টেস্টে স্লো ওভার রেটের কারণে ১০ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে তাদের। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শর্তে এই পয়েন্টগুলো পরবর্তীতে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এর আগে, এই টুর্নামেন্টের প্রথম চক্রেও স্লো ওভাররেটের কারণে ফাইনাল খেলা হয়নি অজিদের। আইসিসির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের পরিবর্তিত ধারা অনুযায়ীও দুই দলকে জরিমানা করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে প্রতি ওভার কম করার কারণে ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ করে জরিমানা করা হবে। সঙ্গে প্রতি ওভারের জন্য এক পয়েন্ট করেও কাটা হবে। তবে এক ম্যাচে কোনো দলকে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশই জরিমানা করা হবে। আবার কোনো দল যদি প্রতিপক্ষকে ৮০ ওভারের মধ্যে একবার বা ১৬০ ওভারের মধ্যে দুবার অলআউট করতে পারে, তাহলে ওভার রেট বিবেচনায় আনা হবে না। আইসিসি জানিয়েছে, এজবাস্টনে প্রথম টেস্টে দুই ওভার পিছিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ৯ ওভার, ওল্ড ট্রাফোর্ডে ৩ ওভার আর সিরিজের শেষ টেস্টে ৫ ওভার পিছিয়ে ছিল তারা। অন্যদিকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে ছিল ১০ ওভার।

আইসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ ফির মোট ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে ইংল্যান্ড প্রথম টেস্টে জরিমানা দেবে ১০ শতাংশ, দ্বিতীয় টেস্টে ৪৫ শতাংশ, চতুর্থ টেস্টে ১৫ শতাংশ ও পঞ্চম টেস্টে ২৫ শতাংশ।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রের প্রথম সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড দুই দলই পেয়েছে ২৮ পয়েনট। তবে জরিমানার পর অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ১৮ আর ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ৯। এই চক্রে এখন পর্যন্ত শীর্ষে আছে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-০ তে সিরিজ জয় করেছে তারা। এই চক্রে এখনও খেলা হয়নি বাংলাদেশের।

মেজাজ হারিয়ে রেফারিকে চড়,

৮ মাস নিষিদ্ধ চাইনিজ কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেজাজ হারিয়ে রেফারিকে চড় মেরে বড় শাস্তি পেয়েছেন চীনের ক্লাব লিয়াউনিং শেনইয়াংয়ের কোচ দুয়ান সিন। তাকে ৮ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চাইনিজ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গতকাল এই শাস্তির ঘোষণা দেয়। সঙ্গে ২০ হাজার ৯০৫ ডলার জরিমানা করা হয়েছে দুয়ানকে।

নানজিংয়ে গত ২৩ জুলাই চীনের দ্বিতীয় স্তরের লিগের ম্যাচে ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনা। রেফারির দেওয়া একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে ডাগআউটে উত্তেজিত হয়ে পড়েন দুয়ান। তার অমন আচরণে রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখান। এরপরই রেফারিকে চড় মেরে বসেন ওই কোচ। এজন্য দুয়ানকে ২৫ জুলাই বরখাস্ত করে লিয়াউনিং শেনইয়াং সিটি। তার একদিন আগে ওই কাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি স্বীকার করে নেন, রেফারির সিদ্ধান্ত তার মেনে নেওয়া উচিত ছিল।

কোহলি-গম্ভীরের দ্বন্দ্ব নিয়ে

এবার মুখ খুললেন কপিল দেব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত আইপিএলে বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরের মধ্যে বিবাদ নিয়ে কম আলোচনা-সমালোচনা হয়নি। সেই বিবাদ নিয়ে ৯১ দিন পরে মুখ খুলেছেন কপিল দেব। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সমালোচনা করেছেন কোহলি, গম্ভীর দু'জনেরই। সেই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেও নিশানা করেছেন তিনি।

একটি সাক্ষাৎকারে কপিল বলেন, 'যেটা ঘটেছে খুব দুর্ভাগ্যজনক। কোহলি ও গম্ভীর দু'জনেই আমার খুব কাছের। কোহলি দেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। অন্য দিকে গম্ভীর এখন লোকসভার সাংসদ। তাই ওরা এভাবে ঝামেলা করলে তার প্রভাব মাঠের বাইরেও পড়ে। সেটা ওদের বুঝতে হবে। এটা ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে ভাল বিজ্ঞাপন নয়।'

এই বিষয়ে বিসিসিআইয়ের সমালোচনাও করেছেন কপিল। তার কথায়, 'বিসিসিআইয়ের উচিত ক্রিকেটারদের বোঝানো। ওরা অনেকের আদর্শ। তাই এভাবে ব্যবহার করলে দেশের তরুণ প্রজন্মের উপর তার প্রভাব পড়ে। ক্রিকেট বোর্ডের উচিত, ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলা।'

ক্রিকেট জীবনে তিনি নিজেও মাঠে অনেক বার মাথা গরম করেছেন। কিন্তু মাঠের ঝামেলা মাঠেই রেখে এসেছেন বলে জানিয়েছেন কপিল। তিনি বলেন, 'আমার কি মাঠে ঝামেলা হয়নি? অনেক বার হয়েছে। ক্রিকেট মাঠে আবেগের বিস্ফোরণ হবেই। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে মাঠের ঝামেলা যেন মাঠেই শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেই সব নিয়ে যাতে কেউ বিতর্ক না বাড়ায়। আমি কোনও দিন সেটা করিনি। কারণ, অন্যেরা এই সব ঝামেলা থেকে নিজের ফায়দা তোলার চেষ্টা করে। সেটা ওদের মাথায় রাখা উচিত ছিল।'

গত ১ মে আইপিএলে আরসিবি বনাম লখনৌ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ চলাকালীন মাঠে লখনৌয়ের ক্রিকেটার নবীন উল হকের সঙ্গে বিবাদ হয় কোহলির। পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসতে হয় আম্পায়ারদের। সেই বিবাদ ম্যাচের পরেও চলতে থাকে। নবীন আউট হওয়ার সময় উত্তেজিত হয়ে উল্লাস করেন কোহলি। টুপি খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলেন। সেটা ভালভাবে নেননি নবীন। তাই হাত মেলানোর সময় কোহলিকে কিছু একটা বলেন লখনৌয়ের বিদেশি ক্রিকেটার। পাল্টা কিছু বলেন কোহলিও। তার পরেই সেখানে আসেন গম্ভীর। তিনি কোহলিকে কিছু একটা বলেন। তার পরেই বিবাদ বেড়ে যায়।

এই ঝামেলার জন্য কোহলি ও গম্ভীর দু'জনেরই ম্যাচ ফি-র ১০০ শতাংশ কেটে নেয় বিসিসিআই। তার পরেও ঝামেলা থামেনি। এক দিকে কোহলি যেমন বোর্ডকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেন, অন্যদিকে গম্ভীর সমাজমাধ্যমে খোঁচা দেন ভারতীয় ব্যাটারকে।

আবারও 'মেসি ম্যাজিক',

শেষ ষোলোতে মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে দলে ভেড়ানোর সুফল পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। লিগস কাপের গ্রুপপর্বের দুই ম্যাচে তিন গোল করা মেসি 'রাউন্ড অব থার্টি টু' তথা শেষ ৩২ এর ম্যাচেও জোড়া গোল করেছেন। তার জোড়া গোলে ভর করে আজ বৃহস্পতিবার সকালে অর্লান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে ইন্টার মায়ামি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিতে মেসি যোগ দেওয়ার পর এ নিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিলো গোলাপি রঙের জার্সিধারীরা।

এদিন ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই মেসির গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। এ সময় ডি বক্সের বাইরে থেকে ক্রসে বক্সের মধ্যে বল বাড়িয়ে দেন রবার্ত টেইলর। সেটা পেনাল্টি বক্সের সামনে বুকে রিসিভ করে বাম পায়ের ভলিতে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালে জড়ান আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। অবশ্য ১৭ মিনিটেই সমতা ফেরায় অর্লান্ডো সিটি। কর্নার থেকে আসা বল পেয়ে ডান পায়ে শট নিয়ে সমতা ফেরান সিজার আরাউজো। তাতে ১-১ গোলের সমতা নিয়ে শেষ হয় প্রথমার্ধের লড়াই।

বিরতির পর পরই আবার এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। এ সময় পেনাল্টি এরিয়ায় মায়ামির জোসেফ মার্টিনেজকে ফাউল করেন অর্লান্ডোর অ্যান্তোনিও কার্লোস। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। ৫১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন মার্টিনেজ। ম্যাচের ৭২ মিনিটের মাথায় মেসি তার জোড়া গোল পূর্ণ করেন। এবার তাকে গোলে সহায়তা করেন ফিনিশীয় তারকা টেইলর। এ সময় বামদিক দিয়ে আক্রমণে ওঠেন টেইলর। এরপর চিপে বক্সের মধ্যে বল বাড়িয়ে দেন। সেটা পেয়ে যান মার্টিনেজ। তিনি বাড়িয়ে দেন সামনে থাকা মেসিকে। এবার ডান পায়ের ভলিতে গোল করেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। তাতে ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি।

অবশ্য ম্যাচের যোগ করা সময়ে (৯০+৯) অর্লান্ডো সিটির আরাউজো আরও একটি গোল শোধ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি ভিএআর চেকে বাতিল হয়।

তবে আজকের ম্যাচের ২১ মিনিটে একটি হলুদ কার্ড দেখেন মেসি। পরবর্তী ম্যাচে আরও একটি হলুদ কার্ড দেখলে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারবেন না তিনি।

২৮ বছর পর গ্লাভস জোড়া

তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন বুফন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন ইতালির কিংবদন্তি গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি বুফন। ২৮ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষে বুট এবং গ্লাভস জোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন জুভেন্টাস কিংবদন্তি গোলরক্ষক বুফন। ৪৫ বছর বয়সী বুফনের বর্তমান ক্লাব পারমার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৪ সাল পর্যন্ত। তবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তিনি।

জুভেন্টাস ছেড়ে ২০২১ সালে ইতালির আরেক ক্লাব পারমায় যোগ দিয়েছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক বুফন। এই পারমার হয়েই প্রায় তিন দশক আগে সিরি আতে পেশাদার ফুটবল খেলা শুরু করেছিলেন তিনি। গত বছর দলটির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেন তিনি। এতে আগামী বছরের গ্রীষ্ম পর্যন্ত সেখানে থাকার ছিল তার। কিন্তু আগেভাগেই বুটজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

বুফনের এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে চোটের বড় ভূমিকা। গত দুই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পারমার হয়ে মাত্র ৪৩ ম্যাচ খেলতে পারেন তিনি। যদিও বয়স চল্লিশ বছর পার হওয়ার পরও খেলা চালিয়ে যাওয়াটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

১৯৯৫ সালে পার্মার জার্সিতে শীর্ষ পর্যায়ের ক্যারিয়ার শুরু করেন। ২০০১ পর্যন্ত ওই ক্লাবেই ছিলেন তিনি। এরপরই চলে আসেন জুভেন্টাসে। তুরিনের বুড়িদের হয়ে খেলেছেন টানা ১৭ বছর। ২০০১ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ছিলেন ক্লাবটিতে। ২০০৬ সালে অনিয়মের দায়ে জুভেন্টাস ২য় বিভাগে নেমে যায়। সেবার জুভেন্টাসের সকল তারকা ক্লাব ছেড়ে গেলেও রয়ে যান বুফন। আরেক কিংবদন্তি আলেসান্দ্রো ডেল পিয়েরোকে নিয়ে জুভেন্টাসকে ফিরিয়ে আনেন শীর্ষ বিভাগের ফুটবলে। একইবছর ইতালির হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ শিরোপাও।

বুফনের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে বহু অর্জন। জুভদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার কীর্তি তার। তিনি সব মিলিয়ে খেলেছেন ৬৮৫ ম্যাচ। এই তালিকায় তার উপরে আছেন আরেক ইতালিয়ান কিংবদন্তি আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো।

বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগ সিরি আর রেকর্ড বইতে বুফন অবস্থান করছেন সগর্বে। সিরি আতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা (৬৪৮) এবং একটানা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে গোল হজম না করা (৯৭৪ মিনিট) রেকর্ড তার দখলে। সিরি আ যুগে অর্থাৎ ১৯২৭ সাল থেকে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ের (দশটি) রেকর্ডও গড়েছেন তিনি।

গত পাঁচ বছর ধরে কেবল ক্লাব ফুটবলই খেলছিলেন বুফন। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার তিনি শেষ করেছিলেন ২০১৮ সালে। ইতালি জাতীয় দলে ১৯৯৭ সালে অভিষেকের পর রেকর্ড ১৭৬ ম্যাচ খেলেন তিনি। আজ্জুরিদের হয়ে ২০০৬ সালে তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ।

রোনালদোকে টপকে গিনেজ ওয়ার্ল্ড

রেকর্ডে শীর্ষে মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভিন্ন এক রেকর্ডে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনালদোকে টপকে গিনেজ বুকের শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেকর্ডের মালিক এখন সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফুটবলার।

মঙ্গলবার টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত এক পোস্টে এ তথ্য জানায় গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ। যেখানে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৪১টি রেকর্ড গড়ার মধ্য দিয়ে এক নম্বরে রয়েছেন মেসি। তার চেয়ে একটি কম রেকর্ড গড়ে দুইয়ে রোনালদো। এই তালিকার তিনে লেভানদোভস্কি, চারে এমবাপ্পে ও পাঁচে নেইমার জুনিয়র।

খেলোয়াড়ি জীবনে গোল, শিরোপাসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই মেসির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন রোনালদো। ইউরোপ ছেড়ে একজন পাড়ি দিয়েছেন সৌদি আরবে, অন্যজন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপরও আলোচনাতেই থাকছেন বর্তমান ফুটবল বিশ্বের দুই কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি।

গত বছর কাতারে ফিফা বিশ্বকাপ জিতে নিজের ফুটবল ক্যারিয়ারের ষোলোকলা পূর্ণ করেছেন মেসি। জীবনকে উপভোগ করতে এখন ইউরোপের জায়ান্ট ক্লাব ছেড়ে যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR